যুগান্তর

তারিখ 10 JUL 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# অপরাধে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাবে মন্ত্রণালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নের প্যাকেট খুলে নকল সরবরাহ ও কেন্দ্রে নকলের পরিবেশ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব দেন শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী রোববার বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিয়ে আরেকটি বৈঠক ডাকা হয়েছে।

সূত্র জানায়, উল্লিখিত প্রস্তাব দিতে গিয়ে সচিব বলেন, বিগত পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে শিক্ষকরা অসদাচরণ করেছেন। যার মধ্যে পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়া, শিক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করার মতো বড় ঘটনাও রয়েছে। এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় তাদের মধ্যে শৃংখলা ফিরবে না।

সকালে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং ও শাখার এবং দফতরের প্রধানরা বৈঠকে যোগ দেন। এতে শিক্ষামন্ত্রী নতুন অর্থবছরের শুরুতেই মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের কাজের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন। একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রমে চরম জটিলতা সৃষ্টির কারণে দেশব্যাপী জনগণের মাঝে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গত রোববার সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষামন্ত্রী দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। তার একদিন পর মঙ্গলবার তিনি ৮ দফা নির্দেশনা জারি করেন।

## সমন্বয় সভায় প্রস্তাব

তাতে উঠে আসা নির্দেশনাগুলো সচিবের ক্ষমতা খর্ব করার মতো প্রতীয়মান হয় অনেকের কাছে। এ ঘটনার একদিন পর বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সব সিনিয়র কর্মকর্তাকে নিয়ে মন্ত্রীর ডাকা এই শিরোনামহীন বৈঠক নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এতে বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হওয়ায় তা 'সমন্বয় সভা'য় পরিণত হয়। কিন্তু বহুল আলোচিত ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি সভায়। সভার একাধিক সূত্র জানায়, এতে শিক্ষাসচিব যোগ দেন। শুধু তাই নয়, তিনি আগের মতোই সোচ্চার ছিলেন। বিভিন্ন আলোচনায় নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অংশ নেন ও পরামর্শ দেন।

সূত্র জানায়, সভায় শিক্ষামন্ত্রী ৯টি উইং এবং ৪০টি শাখার বাইরে বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের কথা শোনেন। একই সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত সভা স্থায়ী হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী নির্দেশনা দিয়ে বলেন, নতুন বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে বাইরে যে ধরনের কথা চলমান, বাস্তবতা আসলে সে রকম না। তাদের বেতন-ভাতার বিষয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি দ্রুত এর সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষার ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা এটা নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে অসন্তোষ রয়েছে। বৈঠকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন করে এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে নীতিমালার সংশোধনীর কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেন শিক্ষামন্ত্রী। সেই সঙ্গে বিভিন্ন উইংয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় ও গতি বৃদ্ধির কথা বলেন তিনি।